

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম

এই অধ্যায়ে ব্ৰহ্মাচৰ্য, গৃহস্থ, বানপ্ৰস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের সাধারণ বৰ্ণনা সহ ব্ৰহ্মাচাৰী এবং বানপ্ৰস্থ আশ্রমের বিশেষ বৰ্ণনা কৰা হয়েছে। পূৰ্বৰ্বতী অধ্যায়ে দেবৰ্ষি নারদ সমাজেৰ বণবিভাগেৰ বৰ্ণনা কৱেছেন, এবং এখন এই অধ্যায়ে তিনি ব্ৰহ্মাচৰ্য, গৃহস্থ, বানপ্ৰস্থ এবং সন্ন্যাস নামক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেৰ চারটি আশ্রমেৰ বৰ্ণনা কৱেছেন।

ব্ৰহ্মাচাৰীৰ কৰ্তব্য সদ্গুৱৰ তত্ত্বাবধানে থেকে, ঐকান্তিক শ্ৰদ্ধা এবং প্ৰণতি সহকাৱে দীনহীন দাস রূপে তাঁৰ সেবা কৱে, সৰ্বদা তাঁৰ আদেশ পালন কৱা। ব্ৰহ্মাচাৰীৰ কৰ্তব্য আধ্যাত্মিক কাৰ্য্যকলাপে যুক্ত থাকা এবং সদ্গুৱৰ তত্ত্বাবধানে বৈদিক শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৱা। ব্ৰহ্মাচৰ্যেৰ প্ৰথা অনুসাৱেই তাঁৰ মেখলা, অজিন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধাৰণ কৱা উচিত। প্ৰতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তাৰ ভিক্ষা কৱা উচিত, এবং ভিক্ষালৰ দ্রব্য শ্ৰীগুৰুদেবকে নিবেদন কৱা উচিত। শ্ৰীগুৰুদেবেৰ আদেশক্ৰমে তাৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৱা উচিত, এবং শ্ৰীগুৰুদেব যদি কখনও তাকে আহাৰ কৱাৰ নিৰ্দেশ দিতে ভুলে যান, তা হলে শিষ্যেৰ কৰ্তব্য নিজেৰ উদ্যোগে প্ৰসাদ গ্ৰহণ না কৱে উপবাস থাকা। নিতান্ত প্ৰয়োজন যতটুকু, ততটুকু আহাৰ কৱেই সন্তুষ্ট থাকাৰ শিক্ষা ব্ৰহ্মাচাৰীদেৱেৰ গ্ৰহণ কৱা উচিত, দায়িত্ব পালনে তাৰ অত্যন্ত দক্ষ হওয়া উচিত, এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ইন্দ্ৰিয়-সংযম এবং যতদূৰ সন্তুষ্ট স্ত্ৰীসঙ্গ বৰ্জন কৱাৰ চেষ্টা কৱা ব্ৰহ্মাচাৰীৰ অবশ্য কৰ্তব্য। তাৰ কৰ্তব্য অত্যন্ত কঠোৱতা সহকাৱে স্ত্ৰীসঙ্গ, গৃহস্থ-সান্নিধ্য এবং স্ত্ৰীসঙ্গীৰ সঙ্গ বৰ্জন কৱা। স্ত্ৰীলোকেৰ সঙ্গে নিৰ্জন স্থানে আলাপ ব্ৰহ্মাচাৰীৰ পক্ষে সৰ্বতোভাবে পৱিত্ৰজ্য।

এইভাৱে ব্ৰহ্মাচাৰীৰূপে শিক্ষা সমাপ্ত কৱাৰ পৱ গুৱদেবেৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৱ কৱে ব্ৰহ্মাচাৰীৰ গুৱদক্ষিণা দান কৱা উচিত, এবং তাৰপৱ শ্ৰীগুৰুদেবেৰ আদেশ নিয়ে নিজেৰ প্ৰবৃত্তি অনুসাৱে নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মাচৰ্য-ৱ্ৰত অবলম্বন কৱা অথবা গৃহে প্ৰত্যাবৰ্তন কৱে পৱবতী আশ্রম—গৃহস্থ-আশ্রম গ্ৰহণ কৱা উচিত। গৃহস্থ-

আশ্রম, ব্রহ্মচর্য-আশ্রম এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের কর্তব্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। গৃহস্থ-আশ্রম অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৈথুন আসত্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া। বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রতিটি আশ্রমই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, এবং যদিও গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু সময়ের জন্য মৈথুন-জীবনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবুও তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। তাই গৃহস্থ-জীবনেও অবৈধ মৈথুনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। গৃহস্থের স্ত্রীগ্রহণ মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য নয়। বীর্যক্ষয়ও অবৈধ মৈথুন।

গৃহস্থ-আশ্রমের পর বানপ্রস্থ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যবর্তী আশ্রম। বানপ্রস্থ-আশ্রমে অন্ন আহারে বাধা রয়েছে এবং যে ফল গাছে পাকেনি সেই ফল আহারে নিষেধ রয়েছে। আগুনে পাক করা খাদ্য তাঁর ভোজন করা উচিত নয়, যদিও তিনি চরু অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত শস্য আহার করতে পারেন। যে ফল এবং শস্য স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে তা তিনি খেতে পারেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে পর্ণকুটিরে বাস করে তিনি শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করবেন। তাঁর কর্তব্য নথ অথবা চুল না কাটা এবং দন্তধাবন ও গত্রসম্মার্জন ত্যাগ। তাঁর কর্তব্য বৃক্ষের বন্ধন পরিধান করা, দণ্ডগ্রহণ করা, এবং বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুই বছর অথবা ন্যূনপক্ষে এক বছর প্রতিজ্ঞাপূর্বক বনে বাস করা। অবশেষে বৃক্ষ অবস্থার ফলে যখন তিনি আর বানপ্রস্থ-আশ্রমের কার্য করতে পারেন না, তখন ধীরে ধীরে সব কিছু বন্ধ করে তাঁর শরীর ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোহিতম্ ।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; ব্রহ্মচারী—গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী; গুরুকুলে—শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে; বসন—বাস করে; দান্তঃ—নিরন্তর ইন্দ্রিয়-সংযমের অভ্যাস করে; গুরোঃ হিতম্—কেবল শ্রীগুরুদেবের লাভের জন্য (নিজের লাভের জন্য নয়); আচরন্—অভ্যাস করে; দাসবৎ—দাসের মতো অত্যন্ত বিনীত হয়ে; নীচঃ—বিনীত; গুরৌ—শ্রীগুরুদেবকে; সুদৃঢ়—দৃঢ়তাপূর্বক; সৌহৃদঃ—বন্ধুত্ব অথবা শুভ ইচ্ছা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—বিদ্যার্থীর কর্তব্য পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শুঙ্খ সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া, এবং দাসবৎ আচরণ করা। এইভাবে মহান ব্রত সহকারে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকূলে বাস করা উচিত।

শ্লোক ২

সায়ং প্রাতরূপাসীত গুর্বঘ্যর্কসুরোত্তমান् ।

সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সমাহিতঃ ॥ ২ ॥

সায়ম—সন্ধ্যাবেলায়; প্রাতঃ—সকালে; উপাসীত—উপাসনা করা উচিত; গুরু—শ্রীগুরুদেবের; অঘি—অঘির (যজ্ঞের দ্বারা); অর্ক—সূর্যের; সুর-উত্তমান—এবং পূরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; সন্ধ্যে—সকালে এবং সন্ধ্যায়; উভে—উভয়; চ—ও; যত-বাক—মৌন হয়ে; জপন—জপ করে; ব্রহ্ম—গায়ত্রী মন্ত্র; সমাহিতঃ—পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে মৌন হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে গুরু, অঘি, সূর্য এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩

ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহৃতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ ।

উপক্রমেহুবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ ॥ ৩ ॥

ছন্দাংসি—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র আদি বৈদিক মন্ত্র; অধীয়ীত—নিয়মিতভাবে জপ করা উচিত অথবা পাঠ করা উচিত; গুরোঃ—শ্রীগুরুদেব থেকে; আহৃতঃ—তিনি ডাকলে; চেৎ—যদি; সুযন্ত্রিতঃ—সাবধান হয়ে; উপক্রমে—প্রথমে; অবসানে—শেষে (বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার পর); চ—ও; চরণৌ—শ্রীপাদপদ্মে; শিরসা—মন্ত্রক দ্বারা; নমেৎ—প্রণতি নিবেদন করা উচিত।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেব আহান করলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, এবং প্রতিদিন অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা শিষ্যের কর্তব্য।

শ্ল�ক ৪

মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলুন् ।
বিভৃযাদুপবীতং চ দর্ভপাণিষথোদিতম্ ॥ ৪ ॥

মেখলা—মেখলা; অজিন-বাসাংসি—মৃগচর্মের বসন; জটা—জটা; দণ্ড—দণ্ড; কমণ্ডলুন्—এবং কমণ্ডল; বিভৃযাদ—তার (ব্রহ্মচারীর) কর্তব্য নিয়মিতভাবে তা বহন করা অথবা ধারণ করা; উপবীতম্ চ—এবং যজ্ঞ-উপবীত; দর্ভ-পাণিঃ—হস্তে পবিত্র কুশঘাস ধারণ করে; যথা উদিতম্—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হস্তে কুশঘাস ধারণ করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেখলা, মৃগচর্মের বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডল এবং উপবীত ধারণ করা।

শ্লোক ৫

সায়ং প্রাতশ্চরেক্ষ্যং গুরবে তন্মিবেদয়েৎ ।
ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ কৃচিঃ ॥ ৫ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; প্রাতঃ—সকালে; চরেৎ—বাহিরে যাওয়া উচিত; বৈক্ষ্যম্—ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য; গুরবে—শ্রীগুরুদেবকে; তৎ—সে যা কিছু সংগ্রহ করে; নিবেদয়েৎ—নিবেদন করা উচিত; ভুঞ্জীত—আহার করা উচিত; যদি—যদি; অনুজ্ঞাতঃ—(শ্রীগুরুদেবের দ্বারা) আদিষ্ট হলে; নো—অন্যথা; চেৎ—যদি; উপবসেৎ—উপবাস করা উচিত; কৃচিঃ—কখনও কখনও।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং ভিক্ষালক্ষ সমস্ত বস্তু শ্রীগুরুদেবকে দান করা। গুরুদেব যদি আদেশ দেন, তা হলেই কেবল তার

আহার করা উচিত; শ্রীগুরুদেব যদি তাকে আদেশ না দেন, তা হলে কখনও-
বা তার উপবাস করা উচিত।

শ্লোক ৬

সুশীলো মিতভূগ্ দক্ষঃ শ্রদ্ধানো জিতেন্দ্রিযঃ ।
যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্তীষু স্ত্রীনির্জিতেষু চ ॥ ৬ ॥

সুশীলঃ—অত্যন্ত নম্র এবং সুন্দর স্বভাব; মিতভূক—যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই
আহার করে, প্রয়োজনের অধিক অথবা প্রয়োজন থেকে কম আহার না করে;
দক্ষঃ—নিপুণ অথবা অনলস; শ্রদ্ধানঃ—শাস্ত্র এবং শ্রীগুরুদেবের বাণীতে পূর্ণ
শ্রদ্ধা সমন্বিত; জিতেন্দ্রিযঃ—সর্বতোভাবে সংযত ইন্দ্রিয়; যাবৎ-অর্থম्—যতটুকু
প্রয়োজন; ব্যবহরেৎ—বাহ্যরূপে আচরণ করা উচিত; স্তীষু—স্ত্রীলোকদের;
স্ত্রীনির্জিতেষু—স্ত্রৈণ ব্যক্তিদের সঙ্গে; চ—ও।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সুশীল এবং নম্র হওয়া, পরিমিত আহার করা, অনলস এবং
দক্ষ হওয়া, শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্রের নির্দেশে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া, জিতেন্দ্রিয়
হওয়া এবং স্তী ও স্ত্রৈণদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্তী অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা।
যদিও ভিক্ষা করতে গেলে কখনও কখনও তাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়,
তবুও কেবল ভিক্ষা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই কথা বলা উচিত
এবং অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য স্ত্রীলোকদের
প্রতি যারা অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা।

শ্লোক ৭

বর্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্বৃতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরণ্ত্যপি যতের্মনঃ ॥ ৭ ॥

বর্জয়েৎ—বর্জন করা উচিত; প্রমদা-গাথাম—স্ত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন; অগৃহস্থঃ—যিনি গৃহস্থ-আশ্রম স্বীকার করেননি (ব্রহ্মাচারী অথবা সন্ন্যাসী); বৃহৎ-
ব্রতঃ—ব্রহ্মাচর্য ব্রতপরায়ণ; ইন্দ্ৰিয়াণি—ইন্দ্ৰিয়সমূহ; প্রমাথীণি—অত্যন্ত বলবান;
হৃষ্টি—হৃষণ করে; অপি—ও; যতেৎ—সন্ন্যাসীর; মনঃ—মন।

অনুবাদ

ব্রহ্মাচারী অথবা ঘারা গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেননি, তাঁদের কর্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্বক
স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন পরিত্যাগ
করা, কারণ ইন্দ্ৰিয়গুলি এতই বলবান যে, তা সন্ন্যাসীর মনকেও বিচলিত করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাচর্যের অর্থ কেবল বিবাহ না করার ব্রত গ্রহণ করাই নয়, অধিকস্ত ব্রহ্মাচর্য
(বৃহদ্ব্রত) নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। ব্রহ্মাচারী অথবা সন্ন্যাসীর কর্তব্য স্ত্রীলোকদের
সঙ্গে বার্তালাপ না করা এবং স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ না করা। স্ত্রীসঙ্গ বর্জনের
ভিত্তিতেই আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। কোন বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ করার অথবা
তাঁদের সঙ্গে অনর্থক কথোপকথনের উপদেশ কখনও দেওয়া হয়নি। সমস্ত বৈদিক
প্রথা যৌন জীবন বর্জনের শিক্ষা দেয়, যার ফলে ধীরে ধীরে ব্রহ্মাচর্য থেকে গৃহস্থ,
গৃহস্থ থেকে বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ থেকে সন্ন্যাস-আশ্রমে ক্রমশ উন্নতি লাভ করে
জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ জড় সুখভোগ পরিত্যাগ করতে পারা যায়।
বৃহদ্ব্রত শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে যিনি বিবাহ না করতে মনস্ত করেছেন,
অথবা যিনি আজীবন যৌন জীবনে লিপ্ত না হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ৮

কেশপ্রসাধনোন্মুর্দস্ত্রপনাভ্যঞ্জনাদিকম্ ।
গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা ॥ ৮ ॥

কেশ-প্রসাধন—চুল আঁচড়ানো; উন্মুর্দ—গাত্র মর্দন; স্ত্রীপন—স্নান; অভ্যঞ্জন-
আদিকম্—তেল মর্দন ইত্যাদি; গুরু-স্ত্রীভিঃ—শ্রীগুরুদেবের পত্নীর দ্বারা;
যুবতিভিঃ—যুবতী; কারয়েৎ—করতে অনুমতি দেওয়া; ন—না; আত্মনঃ—নিজের
সেবার জন্য; যুবা—বিদ্যার্থী যদি যুবক হয়।

অনুবাদ

গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারী তাঁর দ্বারা আপনার কেশ প্রসাধন,
গাত্র মর্দন, স্নান এবং তৈল মর্দন আদি কার্য করাবে না।

তাৎপর্য

শিষ্য এবং গুরুপত্নীর সম্পর্ক মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। মা কখনও কখনও
তাঁর পুত্রের কেশ প্রসাধন করেন, দেহে তৈল মর্দন করেন অথবা স্নান করান।
তেমনই, গুরুপত্নীও মাতার মতো শিখের লালন-পালন করতে পারেন। কিন্তু
গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সেই মাতাকে তার
শরীর স্পর্শ করতে না দেওয়া। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সাত প্রকার
মাতা রয়েছেন—

আত্মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা ।

ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথী সন্তোষ মাতরঃ সৃতাঃ ॥

গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজার পত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং
পৃথিবী, এঁরা সকলেই মাতা। অনর্থক স্ত্রীসঙ্গ, এমন কি মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার
সঙ্গেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটিই হচ্ছে মানব-সভ্যতা। যে সভ্যতা পুরুষদের
অবাধে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেয়, তা পশুর সভ্যতা।
কলিযুগে মানুষেরা অত্যন্ত উদার, কিন্তু স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা এবং
কথা বলা অসভ্য জীবনের ভিত্তি।

শ্লোক ৯

নম্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুণ্ডসমঃ পুমান् ।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ ॥ ৯ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; অগ্নিঃ—অগ্নি; প্রমদা—স্ত্রী (যে পুরুষের মন মোহিত করে);
নাম—নামী; ঘৃতকুণ্ড—ঘৃতের কলস; সমঃ—সদৃশ; পুমান्—পুরুষ; সুতাম—অপি—
নিজের কন্যাও; রহঃ—নির্জন স্থানে; জহ্যাদ—সঙ্গ করা উচিত নয়; অন্যদা—অন্য
স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও; যাবৎ—যতখানি; অর্থকৃৎ—প্রয়োজন।

অনুবাদ

যুবতী স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতকুণ্ডের মতো। তাই নিজের কন্যার সঙ্গেও নির্জনে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনই, অনির্জন স্থানে অন্য সময়ে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাদের সাথে সঙ্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

ঘি-এর পাত্র এবং আগুন যদি একসঙ্গে রাখা হয়, তা হলে ঘি অবশ্যই গলে যাবে। স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতপাত্রের মতো। মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন এবং যতই সংযত হোক না কেন, পুরুষের পক্ষে নারীর উপস্থিতিতে নিজেকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব, এমন কি সেই নারী যদি নিজের কন্যা, মা অথবা ভগ্নীও হন। প্রকৃতপক্ষে, সম্যাসীরও মন বিচলিত থাকে। তাই, বৈদিক সভ্যতায় স্ত্রী এবং পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে নিষেধের এই মৌলিক কারণ বুঝতে না পারে, তা হলে সে একটি পশুর তুল্য। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ১০

কল্যাণিত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ ।

বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততো হ্যস্য বিপর্যঃ ॥ ১০ ॥

কল্যাণিত্বা—নিশ্চয় করে; আত্মনা—আত্ম উপলক্ষির দ্বারা; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; আভাসম—প্রতিবিষ্঵ (মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের); ইদম—এই (শরীর এবং ইন্দ্রিয়); দেশ্বরঃ—সর্বতোভাবে মোহমুক্ত; বৈতম—বন্ধুভাব; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; ন—করে না; বিরমেৎ—দেখে; ততঃ—সেই বৈত ভাবের দ্বারা; হি—বস্তুতপক্ষে; অস্য—এই ব্যক্তির; বিপর্যঃ—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে তার স্বরূপ উপলক্ষি না করে—যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহাত্মবুদ্ধির যে ভ্রান্ত ধারণা, যা তার মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিবিষ্঵ মাত্র, তা থেকে মুক্ত না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে যে বৈতভাব প্রতিভাব হয়, তা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এইভাবে তার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধঃপতনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তাৎপর্য

স্ত্রীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার কর্তব্য সম্বন্ধে পুরুষদের প্রতি এটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বরূপ উপলক্ষি লাভ করে পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ স্ত্রী এবং পুরুষের দ্বৈতভাব থাকতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের যখন প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ উপলক্ষি হয়, তখন আর সেই পার্থক্য থাকে না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শনি চৈব শ্বপাকে চ পশ্চিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

“যথার্থ জ্ঞানবান পশ্চিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাড়ী, হস্তী, কুকুর ও চঙাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।” (ভগবদ্গীতা ৫/১৮) চিন্ময় স্তরে বিদ্বান ব্যক্তি কেবল স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতভাবই পরিত্যাগ করেন না, অধিকন্তু তিনি মানুষ এবং পশুর দ্বৈতভাবও পরিত্যাগ করেন। এটিই স্বরূপ উপলক্ষির পরীক্ষা। মানুষ তখন পূর্ণরূপে উপলক্ষি করতে পারে যে, জীব তার স্বরূপে চিন্ময় আঘাতা, কিন্তু সে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরের স্বাদ গ্রহণ করছে। মানুষ তত্ত্বগতভাবে তা জানতে পারে, কিন্তু যখন ব্যবহারিকভাবে তার উপলক্ষি হয়, তখনই কেবল তিনি পশ্চিত হন। সেই উপলক্ষি না হওয়া পর্যন্ত দ্বৈতভাব থাকে, এবং স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বোধ থাকে। এই স্তরে মানুষের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কারোরই নিজেকে সিদ্ধপূরুষ বলে মনে করে শাস্ত্রের নির্দেশ বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে নিজের কন্যা, মাতা এবং ভগ্নীর সঙ্গেও সঙ্গ করার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, সুতরাং অন্য রমণীদের আর কি কথা। শ্রীল মধুবাচার্য সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

বহুত্বেব বস্তুনাং যথার্থজ্ঞানমুচ্যতে ।

অবৈতজ্ঞানমিত্যেতদ্ দ্বৈতজ্ঞানং তদন্যথা ॥

যথা জ্ঞানং তথা বস্তু যথা বস্তুস্তুথা মতিঃ ।

নৈব জ্ঞানার্থযোর্ভেদস্তত একত্ববেদনম্ ॥

বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করাই প্রকৃত জ্ঞান, এবং তাই কৃত্রিমভাবে বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করা পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক নয়—যা অবৈতবাদীরা করে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন অনুসারে বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু সেই সব একত্রে একটি একক। এই জ্ঞানই পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান।

শ্লোক ১১

**এতৎ সর্বং গৃহস্থস্য সমান্নাতৎ যতেরপি ।
গুরুবৃত্তিবিকল্পেন গৃহস্থস্যর্তুগামিনঃ ॥ ১১ ॥**

এতৎ—এই; সর্বম—সব; গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; সমান্নাতম—বর্ণিত; যতেঃ অপি—সম্মানসীরও; গুরুবৃত্তিঃ বিকল্পেন—শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য; গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; ঋতু-গামিনঃ—সন্তান উৎপাদনের জন্য কেবল ঋতুকালেই মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া।

অনুবাদ

সমস্ত বিধি-বিধানগুলি গৃহস্থ এবং সম্মানসী উভয়েরই পালনীয়। তবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুকূল সময়ে গুরুদেব মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেন।

তাৎপর্য

মানুষ কখনও কখনও আন্তিবশত মনে করে যে, গৃহস্থ-আশ্রমে যে কোন সময় মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। এটি গৃহস্থ-জীবন সম্বন্ধে একটি ভাস্তু ধারণা। আধ্যাত্মিক জীবনে, তা সে গৃহস্থই হোক অথবা বানপ্রস্থই হোক, সম্মানসী হোক অথবা ব্রহ্মচারী হোক, সকলেই শ্রীগুরুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মচারী এবং সম্মানসীদের ক্ষেত্রে মৈথুন সম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তেমনই, গৃহস্থদের ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গৃহস্থের কর্তব্য কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুরুদেবের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য (গুরুবৃত্তিবিকল্পেন)। শ্রীগুরুদেব যখন আদেশ দেন, গৃহস্থ তখনই কেবল মৈথুনে লিপ্ত হতে পারেন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৭/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে। ধর্মাবিরক্তো ভূতেবু কামোহিস্মি—ধর্ম-বিরক্ত নয় যে মৈথুন-জীবন, তাও ধর্ম। গৃহস্থদের শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের অনুকূল সময়ে মৈথুন-জীবনে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। শ্রীগুরুদেব যদি গৃহস্থকে কোন বিশেষ সময়ে মৈথুন-জীবনে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দেন, তখন গৃহস্থ তা করতে পারেন; তা না হলে শ্রীগুরুদেব যদি নিষেধ করেন, তা হলে গৃহস্থের বিরত থাকা উচিত। গৃহস্থের কর্তব্য গর্ভাধান সংস্কার পালন করার জন্য শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হওয়া। তখন তিনি সন্তান

উৎপাদনের জন্য তাঁর পত্নীতে গমন করতে পারেন, অন্যথায় নয়। ব্রাহ্মণ সাধারণত আজীবন ব্রহ্মচারী থাবেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি কখনও গৃহস্থ হয়ে যৌন জীবন আচরণ করেন, তবুও তা সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীনেই সম্পন্ন হয়। ক্ষত্রিয়ের একাধিক পত্নী বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তাও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত হয়। এমন নয় যে, গৃহস্থ বলে মানুষ যত্নবার ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে এবং যখন খুশি যৌন জীবনে লিপ্ত হতে পারবে। সেটি আধ্যাত্মিক জীবন নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বতোভাবে আজীবন গুরুর পরিচালনাধীনে থাকতে হয়। যিনি তাঁর গুরুর নির্দেশ অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন। যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ। কেউ যদি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চায়, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করতে চায়, তা হলে সে নিরাশয়। যস্যাপ্রসাদান্ব গতিঃ কুতোহপি—শ্রীগুরুদেবের আদেশ ব্যতীত এমন কি গৃহস্থও যৌন জীবনে লিপ্ত হবেন না।

শ্লোক ১২

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মুর্দ্ধ্যবলেখামিষং মধু ।

শ্রগগন্ধলেপালক্ষারাংস্ত্যজ্যেয়ুর্যে বৃহৎৰতাঃ ॥ ১২ ॥

অঞ্জন—চোখে দেওয়া কাজল; অভ্যঞ্জন—মন্ত্রক মর্দন; উন্মুর্দ—শরীর-মর্দন; স্তৰি-অবলেখ—স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন করা; আমিষম—মাংসাহার; মধু—সুরা অথবা মধুপান; শ্রক—পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করা; গন্ধলেপ—শরীরে সুগন্ধলেপন; অলঙ্কারান—অলঙ্কারের দ্বারা দেহ সজ্জিত করা; ত্যজেয়ুঃ—ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য; যে—যারা; বৃহৎৰতাঃ—ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী।

অনুবাদ

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থদের অঞ্জন, তৈললেপন, গাত্রমর্দন, স্তৰিৰ্দশন, স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন, আমিষ আহার, সুরাপান, পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহসজ্জা, গন্ধ অনুলেপন অথবা অলঙ্কার ধারণ ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১৩-১৪

উমিত্বেবং গুরুকুলে দিজোহীত্যাববুধ্য চ ।
 অযীং সাঙ্গোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্ ॥ ১৩ ॥
 দত্তা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদীশ্঵রঃ ।
 গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রবজেৎ তত্ত্ব বা বসেৎ ॥ ১৪ ॥

উমিত্বা—বাস করে; এবম्—এইভাবে; গুরুকুলে—শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে; দিজঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁদের দুবার জন্ম হয়েছে; অধীত্য—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে; অববুধ্য—তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; চ—এবং; অযীম্—বৈদিক শাস্ত্র; স-অঙ্গ—সহায়ক অংশ সহ; উপনিষদম্—এবং উপনিষদ; যাবৎ-অর্থম্—যতখানি সম্ভব; যথা-বলম্—যথাশক্তি; দত্তা—প্রদান করে; বরম্—দক্ষিণা; অনুজ্ঞাতঃ—অনুমতি গ্রহণ করে; গুরোঃ—শ্রীগুরুদেবের; কামম্—বাসনা; যদি—যদি; দৈশ্বরঃ—সমর্থ; গৃহম—গৃহস্থ-জীবন; বনম্—অবসর জীবন; বা—অথবা; প্রবিশেৎ—প্রবেশ করা উচিত; প্রবজেৎ—অথবা বেরিয়ে যাওয়া উচিত; তত্ত্ব—সেখানে; বা—অথবা; বসেৎ—বাস করা উচিত।

অনুবাদ

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কর্তব্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে গুরুকুলে বাস করে বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যথাশক্তি এবং ক্ষমতা অনুসারে অধ্যয়ন করা। যদি সম্ভব হয়, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, নিজের বাসনা অনুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সম্যাস আশ্রম গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

বেদ অধ্যয়ন করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে অবশ্যই বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজের তিনটি উচ্চবর্ণ—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শুন্দ্র এবং অন্ত্যজ ব্যতীত সকলের পক্ষে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক। বৈদিক শাস্ত্র পরম তত্ত্ব—ব্রহ্মা, পরমাত্মা, অথবা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার জ্ঞান প্রদান করে। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই গুরুকুলের মতো সংস্কারধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে জাগতিক

শিক্ষা লাভের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানের দ্বারা পরম তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রযুক্তিবিদ্যা তাই শূন্দের জন্য, আর বেদ দ্বিজদের জন্য। সেই জন্য এই শ্লোকে বলা হয়েছে, দ্বিজোহধীত্যাবুধ্য চ ত্রয়ীং সাঙ্গোপনিষদম্। বর্তমান সময়ে, কলিযুগে প্রায় সকলেই শূন্দ, এবং কেউই দ্বিজ নয়। তাই সমাজের অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়।

এই শ্লোকে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সন্ন্যাস-আশ্রম, বানপ্রস্থ-আশ্রম এবং গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা যায়। এমন নয় যে, ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থ হতেই হবে। যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব উপলক্ষি করা, তাই সমস্ত আশ্রমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সরাসরিভাবে সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সরাসরিভাবে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৃহস্থ-আশ্রম অথবা বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক বলে মনে করেননি।

শ্লোক ১৫

অঘৌ গুরাবাঞ্চনি চ সর্বভূতেষুধোক্ষজম্ ।

ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

অঘৌ—অঘিতে; গুরৌ—গুরুতে; আঘনি—আঘায়; চ—ও; সর্ব-ভূতেষু—সমস্ত জীবে; অধোক্ষজম্—জড় চক্ষু অথবা অন্যান্য জড় ইলিয়ের দ্বারা যিনি উপলক্ষ নন, সেই ভগবানকে; ভূতৈঃ—সমস্ত জীব সহ; স্বধামভিঃ—ভগবানের উপকরণ সহ; পশ্যেৎ—দর্শন করা উচিত; অপ্রবিষ্টম্—প্রবেশ না করে; প্রবিষ্টবৎ—প্রবিষ্ট হওয়ার মতো।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য অঘি, গুরুদেব, আঘায় এবং সমস্ত জীবে সর্ব অবস্থাতেই অধোক্ষজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুগপৎ প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টরূপে দর্শন করা। তিনি সব কিছুর পূর্ণ নিয়ন্তারূপে অন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত।

তাৎপর্য

ভগবানের সর্বব্যাপকতার উপলক্ষি পরম তত্ত্বের পূর্ণ উপলক্ষি, যা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে লাভ হয়। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৫) সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে,

অঙ্গান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম—ভগবান ব্ৰহ্মাণ্ডের অন্তরে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতেও অবস্থিত। আমাদের বোৰা উচিত যে, ভগবান যেখানেই উপস্থিত থাকেন, তিনি তাঁৰ নাম, রূপ, পার্বদ এবং সেবক আদি সমস্ত উপকৰণ সহ উপস্থিত থাকেন। জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, ভগবান যেহেতু প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ কৱেছেন, তাই জীবেৰাও সেখানে রয়েছে। ভগবানের অচিন্ত্য গুণ স্বীকার কৱা অবশ্য কৰ্তব্য, কাৰণ ভগবান যে কিভাবে তাঁৰ ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিৱাজমান থাকা সত্ত্বেও সৰ্বব্যাপ্ত, তা জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম কৱা যায় না। সেই উপলক্ষি তখনই সম্ভব, যখন মানুষ নিষ্ঠা সহকাৰে আশ্রমধৰ্ম (ব্ৰহ্মচাৰী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) পালন কৱেন। শ্ৰীল মধুবাচাৰ্য এই প্ৰসঙ্গে বলেছেন—

অপ্রবিষ্টঃ সৰ্বগতঃ প্ৰবিষ্টস্তনুৱাপবান् ।

এবং দ্বিকাপো ভগবান् হিৱিবেকো জনাদনঃ ॥

ভগবান তাঁৰ স্বরূপে সব কিছুতে প্রবেশ কৱেননি (অপ্রবিষ্টঃ), কিন্তু তাঁৰ নিৰ্বিশেষ রূপে তিনি প্রবেশ কৱেছেন (প্ৰবিষ্টঃ)। এইভাবে তিনি যুগপৎ প্ৰবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৯/৪) বিশ্লেষণ কৱা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদ্ব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং তেষ্঵বস্থিতঃ ॥

“অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।” ভগবান নিজেৰ বিৱোধিতা কৱতে পাৱেন। তাই একত্বেৰ মধ্যে বৈচিত্ৰ্য রয়েছে (একত্বং বহুত্বম)।

শ্লোক ১৬

এবংবিধো ব্ৰহ্মচাৰী বানপ্রস্থা যতিগৃহী ।

চৱন् বিদিতবিজ্ঞানঃ পৱং ব্ৰহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৬ ॥

এবম্ বিধঃ—এইভাবে; ব্ৰহ্মচাৰী—সে ব্ৰহ্মচাৰীই হোক; বানপ্রস্থঃ—অথবা বানপ্রস্থ হোক; যতিঃ—অথবা সন্ন্যাসী হোক; গৃহী—অথবা গৃহস্থ হোক; চৱন্—স্বরূপ উপলক্ষিৰ পত্রা অনুশীলন কৱে এবং পৱম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কৱে; বিদিত-বিজ্ঞানঃ—পৱম তত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞান পূৰ্ণরূপে অবগত হয়ে; পৱম—পৱম; ব্ৰহ্ম—পৱম সত্য; অধিগচ্ছতি—হৃদয়ঙ্গম কৱতে পাৱেন।

অনুবাদ

এইভাবে অনুশীলন করার ফলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ধ্যাসী সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলক্ষ্মি করে পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

এটিই অধ্যাত্ম উপলক্ষ্মির সূচনা। প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় ব্রহ্ম কিভাবে সর্বত্র উপস্থিত এবং কিভাবে তিনি কার্য করেন। এই শিক্ষাকে বলা হয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং সেটিই মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান ব্যতীত মানুষ হওয়ার দাবি করা যায় না; পক্ষান্তরে, সেই ব্যক্তি পশুর স্তরেই থাকে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, স এব গোখরঃ—এই জ্ঞান ব্যতীত মানুষ গরু অথবা গাঢ়ার থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ১৭

বানপ্রস্থস্য বক্ষ্যামি নিয়মান্ মুনিসম্মতান् ।
যানাস্থায় মুনিগচ্ছদ্যিলোকমুহাঙ্গসা ॥ ১৭ ॥

বানপ্রস্থস্য—বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বী ব্যক্তি; বক্ষ্যামি—আমি এখন বিশ্রেষণ করব; নিয়মান্—বিধি-বিধান; মুনি-সম্মতান্—যা মুনি-ঝৰ্ণদের দ্বারা স্বীকৃত; যান—যা; আস্থায়—অবস্থিত হয়ে বা অনুশীলন করে; মুনিঃ—মুনি; গচ্ছেৎ—উন্নীত হন; ঝৰ্ণ-লোকম্—মুনি এবং ঝৰ্ণরা যেই লোকে গমন করেন (মহলোক); উহ—হে রাজন; অঞ্গসা—অনায়াসে।

অনুবাদ

হে রাজন, আমি এখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর গুণাবলী বর্ণনা করব। নিষ্ঠা সহকারে বানপ্রস্থ-আশ্রমের এই বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে, মানুষ মুনিদের উচ্চতর গ্রহলোক মহলোক প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৮

ন কৃষ্টপচ্যমশীয়াদকৃষ্টং চাপ্যকালতঃ ।
অগ্নিপক্ষমথামং বা অর্কপক্ষমুত্তাহরেৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; কৃষ্ট-পচাম—ভূমি কর্ষণের ফলে জাত শস্য; অশ্বীয়াৎ—আহার করা উচিত; অকৃষ্টম—ভূমি কর্ষণ না করে যে শস্য উৎপন্ন হয়েছে; চ—এবং; অপি—ও; অকালতৎ—অকালপক্ষ; অগ্নিপক্ষম—অগ্নিতে পক শস্য; অথ—এবং; আমম—আম; বা—অথবা; অর্ক-পক্ষম—স্বাভাবিকভাবে সূর্যকিরণের দ্বারা পক; উত—নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আহরেৎ—বানপ্রস্থ-আশ্রমীর আহার করা উচিত।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমীর ভূমি কর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন শস্য আহার করা উচিত নয়। অকর্ষণোৎপন্ন অপকৃ শস্যও আহার করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অগ্নিপক্ষ শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সূর্যকিরণের দ্বারা পক ফলই কেবল তাঁর আহার্য।

শ্লোক ১৯

বন্যেশ্চরঢপুরোডাশান্ নির্বপেৎ কালচোদিতান् ।

লক্ষে নবে নবেহমাদ্যে পুরাণং চ পরিত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

বন্যেঃ—কর্ষণহীন জঙ্গলে উৎপন্ন ফল এবং অন্নের দ্বারা; চরঢ—যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত শস্য; পুরোডাশান্—সেই চরঢ থেকে তৈরি পিষ্টক; নির্বপেৎ—সম্পাদন করা উচিত; কাল-চোদিতান্—যা স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে; লক্ষে—প্রাপ্ত হয়ে; নবে—নতুন; নবে অন্ন-আদ্যে—নতুন নতুন অন্ন আদি; পুরাণম—পুরাতন সংগৃহীত অন্ন; চ—এবং; পরিত্যজেৎ—পরিত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

বানপ্রস্থীর কর্তব্য জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে যে ফল এবং অন্ন, তা দিয়ে তৈরি পুরোডাশ (পিষ্টক) ঘজ্জে নিবেদন করা। নতুন নতুন অন্ন প্রাপ্ত হলে, তাঁর কর্তব্য সংগৃহীত পুরাতন অন্ন পরিত্যাগ করা।

শ্লোক ২০

অগ্ন্যর্থমেব শরণমুটজং বাদ্রিকন্দরম্ ।

শ্রয়েত হিমবায়ুগ্নিবর্ষার্কাতপমাট্ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

অগ্নি—অগ্নি; অর্থম—রাখার জন্য; এব—কেবল; শরণম—কুটির; উজ্জম—ঘাসের তৈরি; বা—অথবা; অদ্বিকন্দরম—পর্বতের গুহায়; শ্রয়েত—বানপ্রস্থাবলম্বীর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; হিম—তুষার; বাযু—বাযু; অগ্নি—আগুন; বৰ্ষ—বৃষ্টি; অর্ক—সূর্যের; আতপ—কিরণ; ঘাট—সহ্য করে; স্বয়ম—স্বয়ং।

অনুবাদ

বানপ্রস্থাবলম্বীর কর্তব্য, কেবল পবিত্র অগ্নি রাখার জন্য পর্ণ কুটির অথবা পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি স্বয়ং হিম, বাযু, অগ্নি, বৰ্ষা এবং সূর্যকিরণ সহ্য করবেন।

শ্লোক ২১

কেশরোমনখশ্চক্রমলানি জটিলো দধৎ ।
কমণ্ডলজিনে দণ্ডবক্লাঘিপরিছদান् ॥ ২১ ॥

কেশ—মাথার চুল; রোম—শরীরের রোম; নখ—নখ; শ্বশু—দাঢ়ি; মলানি—এবং দেহের মল; জটিলঃ—জটা; দধৎ—রাখা উচিত; কমণ্ডল—কমণ্ডল; অজিনে—এবং মৃগচর্ম; দণ্ড—দণ্ড; বক্ল—গাছের বাকল; অগ্নি—আগুন; পরিছদান্—বসন।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর কর্তব্য জটাধারী হয়ে কেশ, রোম, শ্বশু বর্ধিত হতে দেওয়া। তাঁর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত নয়। তাঁর উচিত, কমণ্ডল, মৃগচর্ম, দণ্ড, বক্ল এবং অগ্নিবর্ণ পরিছদ ধারণ করা।

শ্লোক ২২

চরেদ্ বনে দ্বাদশাদ্বানষ্টৌ বা চতুরো মুনিঃ ।
দ্বাবেকং বা যথা বুদ্ধির্বিপদ্যেত কৃচ্ছ্রতঃ ॥ ২২ ॥

চরেৎ—থাকা উচিত; বনে—অরণ্যে; দ্বাদশ-অদ্বান—বারো বছর; অষ্টৌ—আট বছর; বা—অথবা; চতুরঃ—চার বছর; মুনিঃ—মননশীল সাধু ব্যক্তি; দ্বৌ—দুই;

একম—এক; বা—অথবা; যথা—ও; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; ন—না; বিপদ্যেত—মোহগ্রস্ত; কৃচ্ছ্রতঃ—কঠোর তপস্যার ফলে।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ-আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত মননশীল হয়ে বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুবছর, অথবা অন্ততপক্ষে এক বছর বনে থাকা। তাঁর এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তিনি অত্যধিক তপস্যার ফলে বিচলিত অথবা ক্লিষ্ট না হন।

শ্লোক ২৩

যদাকল্পঃ স্বক্রিয়ায়াৎ ব্যাধিভির্জরয়াথবা ।
আঘীক্ষিক্যাং বা বিদ্যায়াৎ কুর্যাদনশনাদিকম্ ॥ ২৩ ॥

যদা—যখন; অকল্পঃ—আচরণ করতে অক্ষম; স্ব-ক্রিয়ায়াম্—তাঁর কর্তব্য কর্ম; ব্যাধিভিঃ—ব্যাধিরশত; জরয়া—অথবা বার্ধক্যবশত; অথবা—অথবা; আঘীক্ষিক্যাম্—আধ্যাত্মিক উন্নতিতে; বা—অথবা; বিদ্যায়াম্—জ্ঞানের প্রগতিতে; কুর্যাদ—করা কর্তব্য; অনশন-আদিকম্—অনশন আদি আচরণ করা।

অনুবাদ

যখন তিনি ব্যাধি অথবা বার্ধক্যবশত আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনের জন্য নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানে অথবা বেদ অধ্যয়নে অক্ষম হবেন, তখন কোন আহার গ্রহণ না করে তাঁর অনশন করা উচিত।

শ্লোক ২৪

আত্মন্য ঘীন্ সমারোপ্য সন্ধ্যস্যাহংমমাত্মাতাম্ ।
কারণেষু ন্যসেৎ সম্যক্ সংঘাতং তু যথার্হতঃ ॥ ২৪ ॥

আত্মনি—আত্মায়; অঘীন্—দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি; সমারোপ্য—যথাযথভাবে স্থাপন করে; সন্ধ্যস্য—ত্যাগ করে; অহম্—অহঙ্কার; মম—ভাস্ত ধারণা; আত্মাতাম্—দেহাত্মবুদ্ধির; কারণেষু—পাঁচটি উপাদান যা জড় শরীরের কারণ; ন্যসেৎ—বিলীন করবেন; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; সংঘাতম্—সমৰ্পণ; তু—কিন্তু; যথা-অর্হতঃ—যথাযোগ্য।

অনুবাদ

তাঁর কর্তব্য আস্তাতে অগ্নি যথাযথভাবে স্থাপন করে, দেহাত্মবৃদ্ধির কারণ দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্বক জড় দেহকে ধীরে ধীরে পঞ্চ-মহাভূতে (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে) লীন করে দেওয়া।

তাৎপর্য

পঞ্চ-মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) দেহের কারণ এবং দেহটি হচ্ছে কার্য। অর্থাৎ, মানুষের খুব ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, জড় দেহটি পঞ্চ-মহাভূতের সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু নয়। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই জড় দেহের পঞ্চ-মহাভূতে লয় হয়। পূর্ণ জ্ঞান সহকারে ব্রহ্মে লীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জীব যে তার স্঵রূপে তার দেহ নয়, তার আস্তা, সেই কথা পূর্ণরূপে হাদয়ঙ্গম করা।

শ্লোক ২৫

খে খানি বায়ৌ নিষ্ঠাসাংস্তেজঃসৃষ্টাণমাত্ত্বান্ ।
অন্সৃক্ষেষ্মপূয়ানি ক্ষিতৌ শেষং যথোন্তবম্ ॥ ২৫ ॥

খে—আকাশে; খানি—দেহের সমস্ত ছিদ্র; বায়ৌ—বায়ুতে; নিষ্ঠাসান्—(প্রাণ, অপান আদি) দেহাভ্যন্তরে বিচরণশীল সমস্ত বায়ু; তেজঃসু—অগ্নিতে; উষ্ণাণম—দেহের তাপ; আত্মাবান্—যে ব্যক্তি আস্তাকে জানেন; অন্সু—জলে; অসৃক—রক্ত; শেষ্ম—শ্লেষ্মা; পূয়ানি—এবং মূত্র; ক্ষিতৌ—পৃথিবীতে; শেষম—অবশিষ্ট (যথা ত্বক, অস্তি, এবং দেহের অন্যান্য কঠিন বস্তু); যথা-উন্তবম—যা থেকে সেই সব উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সংযত এবং পূর্ণরূপে আস্তাতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির কর্তব্য, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তাদের মূল উৎসে বিলীন করে দেওয়া। দেহের ছিদ্রগুলি আকাশ থেকে, নিষ্ঠাস বায়ু থেকে, দেহের তাপ অগ্নি থেকে, শুক্র, শোণিত ও শ্লেষ্মা জল থেকে, এবং ত্বক, পেশী, অস্তি আদি কঠিন বস্তুগুলি মাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বিভিন্ন উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং তাই তাদের পুনরায় সেই উপাদানগুলিতে বিলীন করে দেওয়া উচিত।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলক্ষির অর্থ হচ্ছে, দেহের বিভিন্ন উপাদানগুলির মূল উৎস সম্বন্ধে অবগত হওয়া। দেহ হচ্ছে ত্বক, অঙ্গি, পেশী, রক্ত, শুক্র, মল, মৃত্র, তাপ, নিষ্ঠাস ইত্যাদির সমন্বয়, যেগুলি মাটি, জল, আণন, বায়ু এবং আকাশ থেকে উদ্ভৃত হয়েছে। মানুষের কর্তব্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির উৎস সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া। তখন তিনি আত্মবান् হন, অর্থাৎ তিনি তখন তাঁর আত্মাকে জানতে পারেন।

শ্লোক ২৬-২৮

বাচমংগ্নী সবক্তব্যামিন্দ্রে শিঙ্গাং করাবপি ।
 পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ ॥ ২৬ ॥
 মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গং চ যথাস্থানং বিনির্দিশেৎ ।
 দিক্ষু শ্রোত্রং সনাদেন স্পর্শেনাধ্যাত্মনি ত্বচম্ ॥ ২৭ ॥
 রূপাণি চক্ষুষা রাজন् জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ ।
 অঙ্গু প্রচেতসা জিহ্বাং শ্রেষ্ঠের্গং ক্ষিতো ন্যসেৎ ॥ ২৮ ॥

বাচম—বাণী; অংগী—অংগিদেবকে; সবক্তব্যাম—বাণীর বিষয়বস্তু সহ; ইন্দ্রে—দেবরাজ ইন্দ্রকে; শিঙ্গম—শিঙ্গকলা বা হাত দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা; করৌ—হস্তদ্বয়; অপি—বস্তুতপক্ষে; পদানি—পদদ্বয়; গত্যা—গমনাগমন করার ক্ষমতা; বয়সি—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; রত্যা—যৌন বাসনা; উপস্থম—উপস্থ সহ; প্রজাপতৌ—প্রজাপতিকে; মৃত্যৌ—মৃত্যু-দেবতাকে; পায়ুম—পায়ু; বিসর্গম—তার মলত্যাগ কার্য সহ; চ—ও; যথাস্থানম—যথাস্থানে; বিনির্দিশেৎ—নির্দিষ্ট করা উচিত; দিক্ষু—বিভিন্ন দিকে; শ্রোত্রম—শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে; সনাদেন—নাদ সহ; স্পর্শেন—স্পর্শ সহ; অধ্যাত্মনি—বায়ু দেবতাকে; ত্বচম—স্পর্শেন্দ্রিয়; রূপাণি—রূপ; চক্ষুষা—দৃষ্টিশক্তি সহ; রাজন—হে রাজন; জ্যোতিষি—সূর্যকে; অভিনিবেশয়েৎ—বিলীন করে দেওয়া উচিত; অঙ্গু—জলে; প্রচেতসা—বরুণ দেবতা সহ; জিহ্বাম—জিহ্বাকে; শ্রেষ্ঠেঃ—গ্রাণের বিষয়; গ্রাণম—গ্রাণশক্তি; ক্ষিতো—পৃথিবীতে; ন্যসেৎ—বিলীন করে দেওয়া উচিত।

অনুবাদ

তারপর, বাক্যের সঙ্গে বাক্য ইন্দ্রিয়কে (জিহ্বা) অংগিতে সমর্পণ করা উচিত। শিঙ্গ সহ হস্তদ্বয় ইন্দ্রদেবকে অর্পণ করা উচিত। গতি সহ পদদ্বয় বিষ্ণুকে নিবেদন

করা উচিত। রতি সহ উপস্থ প্রজাপতিকে নিবেদন করা উচিত। বিসর্গ সহ পায়ুকে মৃত্যুতে অর্পণ করা উচিত। শব্দসহ শ্রবণেন্দ্রিয়কে দিক সমূহের অধিপতি দেবতাদের নিবেদন করা উচিত। স্পর্শ সহ ভুক্ত ইন্দ্রিয় বায়ুকে অর্পণ করা উচিত। দৃষ্টিশক্তি সহ রূপ সূর্যকে অর্পণ করা উচিত। বরুণ সহ জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ ত্রাণকে ভূমিতে অর্পণ করা উচিত।

শ্লোক ২৯-৩০

মনো মনোরথৈশ্চদ্রে বুদ্ধিং বৌধ্যেঃ কবৌ পরে ।
 কর্মাণ্যধ্যাত্মানা রুদ্রে যদহংমমতাক্রিয়া ।
 সত্ত্বেন চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে গুণের্বেকারিকং পরে ॥ ২৯ ॥
 অঙ্গু ক্ষিতিমপো জ্যোতিষ্যদো বায়ো নভস্যমুম্ ।
 কৃটস্ত্রে তচ মহতি তদব্যক্তেহক্ষরে চ তৎ ॥ ৩০ ॥

মনঃ—মন; মনোরথঃ—বিষয়-বাসনা সহ; চদ্রে—চন্দ্রদেবকে; বুদ্ধিম—বুদ্ধিকে; বৌধ্যেঃ—বুদ্ধির বিষয় সহ; কবৌ পরে—পরম জ্ঞানী ব্রহ্মাকে; কর্মাণি—জড় কার্যকলাপ; অধ্যাত্মানা—অহঙ্কার সহ; রুদ্রে—রুদ্রদেবকে; যৎ—যেখানে; অহম—আমি আমার জড় দেহ; মমতা—জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্ত্র আমার; ক্রিয়া—এই প্রকার কার্যকলাপ; সত্ত্বেন—চেতনা সহ; চিত্তম—চিত্তকে; ক্ষেত্রজ্ঞে—জীবাত্মাকে; গুণঃ—গুণের দ্বারা সম্পাদিত জড় কার্যকলাপ সহ; বৈকারিকম—গুণের অধীন জীবকে; পরে—পরমেশ্বরে; অঙ্গু—জলে; ক্ষিতিম—পৃথিবী; অপঃ—জল; জ্যোতিষি—জ্যোতিষ্কে, বিশেষ করে সূর্যে; অদঃ—জ্যোতি; বায়ো—বায়ুতে; নভসি—আকাশে; অমুম—তা; কৃটস্ত্রে—অহং তত্ত্বে; তৎ—তা; চ—ও; মহতি—মহতত্ত্বে; তৎ—তা; অব্যক্তে—অব্যক্ততে; অক্ষরে—পরমাত্মার; চ—ও; তৎ—তা।

অনুবাদ

জড় বাসনা সহ মনকে চন্দ্রদেবে লীন করা উচিত। বৌধ্য বিষয় সহ বুদ্ধি ব্রহ্মাকে অর্পণ করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহ সম্পর্কিত বস্ত্রতে মমতা উৎপাদনকারী অহঙ্কার সহ কর্মসমূহকে অহঙ্কারের দেবতা রুদ্রদেবে লীন করে দেওয়া উচিত। চেতনা সহ চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে লীন করে দেওয়া উচিত, এবং বিকার প্রাপ্ত

জীব সহ প্রকৃতির শুণের অধীন দেবতাদের পরম পুরুষে লীন করে দেওয়া উচিত। পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বাযুতে, বাযুকে সমগ্র জড় শক্তি স্বরূপ আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্ত্বে, মহত্ত্বকে প্রধানে, এবং অবশ্যে প্রধানকে পরমাত্মায় লীন করে দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৩১

ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্ ।

জ্ঞাত্বাদ্বয়োহ্থ বিরমেৎ দক্ষযোনিনিরিবানলঃ ॥ ৩১ ॥

‘ইতি—এইভাবে; অক্ষরতয়া—চিন্মায় হওয়ার ফলে; আত্মানম—আত্মাকে; চিন্মাত্রম—পূর্ণরূপে চিন্মায়; অবশ্যেষিতম—অবশিষ্ট (একে একে সমস্ত জড় উপাদান পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়ার পর); জ্ঞাত্বা—অবগত হয়ে; অদ্বয়ঃ—অদ্বয় অথবা পরমাত্মার শুণ সমবিত; অথ—এইভাবে; বিরমেৎ—জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হওয়া উচিত; দক্ষ-যোনিঃ—যার উৎস (কাঠ) দক্ষ হয়েছে; ইব—সদৃশ; অনলঃ—অগ্নি।

অনুবাদ

এইভাবে যখন সমস্ত জড় উপাধি তাদের জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন পূর্ণ চিন্মায় জীব পরম পুরুষের সঙ্গে শুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে তার জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হবে, ঠিক যেমন কাঠ দক্ষ হয়ে গেলে আর তখন অগ্নিশিখা থাকে না। জড় দেহ যখন বিভিন্ন জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন কেবল চিন্মায় আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। এই চিন্মায় জীব হচ্ছে ব্রহ্ম, এবং সে পরব্রহ্মের সঙ্গে শুণগতভাবে এক।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্দের ‘আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম’ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।